পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

RAISE

ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ

নিউজলেটার

ভলিউম ০২ । সংখ্যা ০৪ । জুন ২০২৪

ফিচার

জীবন দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তরুণদের টেকসই কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করছে RAISE

প্রতিবছর ২১ লক্ষের অধিক তরুণ বাংলাদেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করে এদের মধ্যে অধিকাংশই অদক্ষ বা স্বল্প-দক্ষ। বাংলাদেশ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫), জাতীয় যুব নীতি-২০১৭, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পলিসি-২০১৮ এবং সর্বোপরি জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩১-এ তরুণদের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, ছোটো উদ্যোগ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং শোভন ও সম্মানজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে সে তুলনায় তরুণদের দক্ষ করে গড়ে তোলা, মৌলিক জীবন দক্ষতার উন্নয়ন, ছোটো উদ্যোগ তৈরি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবতার বিবেচনায় অপ্রতুল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, অনানুষ্ঠানিক খাতে বেশিরভাগ তরুণ ছোটো উদ্যোক্তার মৌলিক আর্থিক স্বাক্ষরতাসহ অন্যান্য মৌলিক জীবন দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে (বাংলাদেশ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা)।

আজকের গতিশীল ও প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে টিকে থাকার জন্য কারিগরি দক্ষতাই যথেষ্ট নয়। এর পাশাপাশি যোগাযোগ, আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, টিম ওয়ার্ক, নেতৃত্ব এবং সময় ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। এই দক্ষতাগুলি কার্যকরভাবে চাকরিক্ষেত্রে অথবা নিজ উদ্যোগ পরিচালনায় কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। এসকল দক্ষতাই সামষ্টিকভাবে জীবন দক্ষতা হিসেবে পরিচিত।

একজন উদ্যোক্তা কীভাবে গ্রাহক, সরবরাহকারী, বিনিয়োগকারী এবং অন্যান্য অংশীজনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করবে এবং তা বজায় রাখবে, কার্যকর নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তার সে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। পাশাপাশি, জীবন দক্ষতার উন্নয়ন তরুণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে। তারা out of the box চিন্তা করতে শেখে, market gap analysis করে এবং গ্রাহকের চাহিদা

বাংলাদেশের লেবার ফোর্স সার্ভে ২০২২ অনুযায়ী মোট শ্রমশক্তির

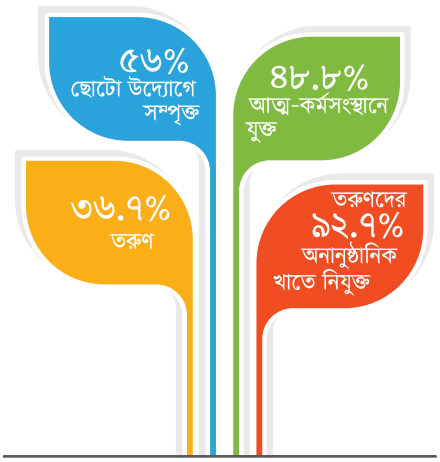

মেটাতে অনন্য সমাধানে পৌঁছানোর পথ প্রশস্ত করে। এছাড়াও, উদ্যোগ পরিচালনায় অথবা চাকরি ক্ষেত্রে মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা, স্ব-যত্ন, এবং কর্মজীবনের ভারসাম্য বজায় রাখার কৌশল আয়ত্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতাকে বজায় রাখার মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তাগণ দীর্ঘমেয়াদে তাদের ব্যাবসার জন্য তাদের মনোবল এবং উৎসাহ ধরে রাখতে পারে। এভাবে জীবন দক্ষতার বিকাশ উদ্যোগের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তার ব্যাবসায়িক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

অন্যদিকে, প্রতিযোগিতামূলক চাকরি ক্ষেত্রে টিকে থাকার জন্য একজন তরুণ কর্মীর কারিগরি দক্ষতা ছাড়াও যোগাযোগ দক্ষতা, টিম বিল্ডিং, সমঝোতা কৌশল, অভিযোজনযোগ্যতা (adaptability) সহ অন্যান্য জীবন দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। নিয়োগকর্তারা বর্তমান সময়ে প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি এসকল জীবন দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, গ্রাহক সেবার ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা অপরিহার্য। সমস্যা সমাধানের দক্ষতা তরুণদের কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং সৃজনশীল চিন্তা করতে সহায়তা করে। টিম বিল্ডিং ও অভিযোজনযোগ্যতা তাকে যেকোনো কর্মপরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করে তোলে। এ দক্ষতাগুলো আয়ত্ত করার মাধ্যমে তরুণ কর্মী তার কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

এ প্রেক্ষিতে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পের আওতায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রকল্পভুক্ত ৯০ হাজার জন তরুণ উদ্যোক্তা ও ৪৩ হাজার জন শিক্ষানবিশকে 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এ প্রশিক্ষণ সহায়ক ভূমিকা রাখবে। অন্যদিকে, জীবন দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষানবিশগণের অনানুষ্ঠানিক খাতের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োগযোগ্যতাও (employability) বৃদ্ধি পাবে। সামগ্রিকভাবে এ প্রশিক্ষণ অনানুষ্ঠানিক খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

RAISE প্রকল্পের অগ্রগতি

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থায়ন		তরুণ ছোটো উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থায়ন		শিক্ষানবিশি কার্যক্রম	
লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
৫০০ কোটি টাকা আগ্রসর-RAISE ঋণ বিতরণ	১০০%	১৩৪৩.৬৬ কোটি টাকা অগ্রসর-RAISE ঋণ বিতরণ	৬০%	৪৩,০০০ জন তরুণকে কারিগরি ও জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৪০%
৫০,০০০ জন উদ্যোক্তাকে 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' প্রশিক্ষণ	৯৯%	৯০,০০০ জন উদ্যোক্তাকে 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ	৩৪%	শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭,০০০ জন মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনের ওরিয়েন্টেশন	৬৮%

জুন ২০২৪ পর্যন্ত

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড-এর সাথে পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের আওতায় পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আওতায় প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী তরুণদের Recognition of Prior Learning (RPL)-এর মাধ্যমে সনদায়নের ব্যবস্থাকরণ, প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী আগ্রহী তরুণদের বিদেশে নিরাপদ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান এবং বিদেশ প্রত্যাগত তরুণদের আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

সমঝোতা স্মারকটিতে পিকেএসএফ-এর পক্ষে দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী, RAISE এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড-এর পক্ষে সৌরেন্দ্র নাথ সাহা, যুগ্মসচিব, এবং তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক, RAISE, স্বাক্ষর করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আরিফ আহমেদ খান, যুগ্মসচিব ও পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড; গোলাম জিলানী, উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী, RAISE, পিকেএসএফ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য, পিকেএসএফ-এর পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক-এর অর্থায়নে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE): Reintegration of Returnee Migrants প্রকল্পটির আওতায় কোভিড-১৯-এর সময় প্রত্যাগত অভিবাসীদের পুনঃএকত্রীকরণের লক্ষ্যে সহযোগিতা প্রদান করছে।

RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম

কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যভুক্ত অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক প্রণীত অভিন্ন গাইডলাইন অনুসরণ করে প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থা নিজস্ব কর্ম এলাকায় বিভিন্ন আউটরিচ কর্মকাণ্ড যেমন: উঠান বৈঠক, হাট-বাজার সভা, মাইকিং, ঋণ সমিতির সভা, পোস্টারিং, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করছে।

'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ

৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পভুক্ত ৩০,৭৮৫ জন তরুণ ছোটো উদ্যোক্তাকে 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোগ উন্নয়ন, ব্যবসায়ের পরিবেশ, ছোটো উদ্যোগে কর্মী ব্যবস্থাপনা, ব্যাবসায়িক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন এবং ব্যাবসা সম্প্রসারণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' প্রশিক্ষণ

৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ৪৯,৯৭১ জন ছোটো উদ্যোক্তাকে 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন ব্যবহারিক গেমস ও দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোগ উন্নয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, আয়-ব্যয়ের হিসাবায়ন ও ব্যাবসা-পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন করছেন।

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সংস্থা কর্তৃক জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৫০,০০০ জন ছোটো উদ্যোক্তার মাঝে এ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময়ে প্রকল্পভুক্ত তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৮০২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থা তরুণ উদ্যোক্তার মাঝে প্রায় ৫৫৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এছাড়াও, সম্ভাবনাময়ী শিক্ষানবিশ ও মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনদের মাঝে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে যথাক্রমে প্রায় ২০ কোটি ও ৪৯ কোটি টাকা সহযোগী সংস্থার অনুকূলে বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষানবিশি কার্যক্রম

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় ৫,৬১৬ জনের কারিগরি প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ১১,৬০৬ জন শিক্ষানবিশ এ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। ৬ মাসব্যাপী এ শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে শিক্ষানবিশগণ অভিজ্ঞ ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে হাতে-কলমে কাজ শেখার পাশাপাশি উদ্যোগ পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও, দক্ষ প্রশিক্ষকের আওতায় শিক্ষানবিশদের 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনদের ওরিয়েন্টেশন

যথাযথভাবে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রায় ৪,৭৮৮ জন মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনকে ২ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর কর্তৃক RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

৫ মার্চ ২০২৪ তারিখে বিশ্বব্যাংক-এর বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদুলায়ে সেক যশোর জেলায় বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় তরুণদের কর্মস্পৃহা, আত্মপ্রত্যয় ও ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতার প্রশংসা করেন তিনি। দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অনানুষ্ঠানিক খাতের গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশ এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত। অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত সম্ভাবনাময় কর্মী ও উদ্যোক্তাদের সীমিত কারিগরি দক্ষতা, সামাজিক রীতি, অপ্রতুল আর্থিক সেবাপ্রাপ্তির পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারিসৃষ্ট বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রে, প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা উন্নয়ন, পরামর্শ সেবা ও আর্থিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে RAISE প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এর আগে, আবদুলায়ে সেক-এর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিনিধি দল সহযোগী সংস্থা আদ-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন এবং শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ পরিদর্শনে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, বিশ্বব্যাংক-এর প্র্যাক্টিস ম্যানেজার (সোশ্যাল প্রোটেকশন অ্যান্ড জবস) জেম মেট, সিনিয়র ইকোনমিস্ট (সোশ্যাল প্রোটেকশন অ্যান্ড জবস) হাভিয়ের সানচেজ-রেয়াজা, RAISE প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান এবং পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও RAISE-এর উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী গোলাম জিলানী।

তারা প্রকল্পভুক্ত ছোটো উদ্যোগ ও শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন। এছাড়াও, তারা প্রকল্পভুক্ত তরুণ উদ্যোক্তা, শিক্ষানবিশ, মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সন ও কোভিড মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ছোটো উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে টেকসই কর্মসংস্থান, ছোটো উদ্যোক্তাদের চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হন।

বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিনিধি দলের RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

বিগত ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিনিধিদল RAISE প্রকল্পের সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও নওগাঁ জেলার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ পরিদর্শনে বিশ্বব্যাংক-এর পক্ষ থেকে সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন ইকোনমিস্ট ও RAISE প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান ও অপারেশনস কনসালটেন্ট (সোশ্যাল প্রোটেকশন এ্যান্ড জবস) নুশীন সোবহান, এবং পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী গোলাম জিলানী ও RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের অন্যান্য কর্মকর্তাসহ পরিদর্শনকৃত সকল সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বব্যাংক-এর 'এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্যান্ডার্ড ১০ অ্যান্ড সিটিজেন এনগেজমেন্ট মিশন'

বিগত ২০ ও ২১ মে ২০২৪ তারিখে বিশ্বব্যাংক-এর 'এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্যান্ডার্ড ১০ অ্যান্ড সিটিজেন এনগেজমেন্ট মিশন'-এর আওতায় একটি প্রতিনিধিদল রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে পিকেএসএফ-এর ভূমিকার প্রশংসা করে বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিনিধি দল। RAISE প্রকল্পের সাফল্যে তাঁরা অভিভূত উল্লেখ করে বলেন যে, এ প্রকল্প কেবল তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে না, বরং সমাজে তাদের সম্মান অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়াও বিগত ১৯-২১ মে ২০২৪ তারিখে বিশ্বব্যাংক-এর আবাসিক প্রতিনিধিদল ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও রংপুর জেলাধীন ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র এবং আরডিআরএস বাংলাদেশ সংস্থাসমূহের RAISE প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মাঠ পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ০৪ হতে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলাধীন সহযোগী সংস্থা দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা, শিরোপা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, সেতু এবং দারিদ্র বিমোচন সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

প্রকল্পের আওতায় 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' প্রশিক্ষণে ড. নমিতা হালদার শিক্ষানবিশদের উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করে বলেন, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানে তাদের সাফল্যের দুয়ার উন্মোচিত হবে। এছাড়াও, ক্রেতার চাহিদা বুঝে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এ সময় তার সাথে ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ হুমায়ূন কবির, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোফাজ্জল করিম, RAISE-এর উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী এস এম খালেদ মাহফুজ এবং সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা।

অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্তি ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন নওগাঁ জেলাধীন RAISE প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থা বেডো-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি RAISE প্রকল্পের শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় চলমান 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ সেশন পর্যবেক্ষণ করেন। শিক্ষানবিশদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি শিক্ষানবিশদের হাতে-কলমে কাজ শিখে কর্মসংস্থানে যুক্ত হয়ে নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সাথে কাজ করার উৎসাহ প্রদান করেন।

RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী কর্তৃক প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন

০৫ হতে ০৬ মে ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী শেরপুর জেলাধীন সহযোগী সংস্থা রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি সভায় সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে তরুণ উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন ও শিক্ষানবিশি কার্যক্রম বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এর পাশাপাশি তিনি তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য আয়োজিত 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণের একটি সেশন পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষানবিশি কার্যক্রম সম্পন্নকারী দুইজন তরুণের নতুন কর্মস্থল এবং প্রকল্পভুক্ত তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ পরিদর্শন করেন।

সভা, সেমিনার ও কর্মশালা

RAISE প্রকল্পের PSC-এর সভা

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের তৎকালীন সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ-এর সভাপতিত্বে Project Steering Committee (PSC)-এর সপ্তম সভা এবং ১৩ জুন ২০২৪ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব তৎকালীন মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ-এর সভাপতিত্বে PSC-এর অষ্টম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত PSC-এর সভাদ্বয়ে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী গোলাম জিলানী, এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

'ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত

RAISE প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিটের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাদের অর্থ ও হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ মানিকগঞ্জ, বগুড়া ও যশোর জেলায় 'ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ' আয়োজন করা হয়। ৩ দিনব্যাপী আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে ৩টি ব্যাচে সর্বমোট ৬৯ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, মানিকগঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের পক্ষ হতে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প সমন্বয়কারী ও মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী গোলাম জিলানী, ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশ্যালিস্ট তরিকুল ইসলাম এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার আতিকুর রহমান। সহযোগী সংস্থা গণ কল্যাণ ট্রাস্ট (জিকেটি)-এর পক্ষ হতে উপস্থিত ছিলেন ডিরেক্টর (মাইক্রোক্রেডিট) উদয় চৌধুরী এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিশ্বব্যাংক-এর Mid-term Review মিশন সম্পন্ন

বিশ্বব্যাংক পরিচালিত RAISE প্রকল্পের Mid-term Review (MTR) মিশনের আওতায় ০৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সভাপতিত্বে pre-wrap-up meeting অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, বিশ্বব্যাংক-এর সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন ইকোনমিস্ট ও RAISE টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান এবং বিশ্বব্যাংক ও RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভায় RAISE প্রকল্প বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

একই দিনে চলমান মিশনের আওতায় wrap-up meeting অনুষ্ঠিত হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মফিজ উদ্দীন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পিকেএসএফ-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতি RAISE প্রকল্প বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য পিকেএসএফ-এর পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক-কে ধন্যবাদ জানান।

প্রসঙ্গত, ১৮ মার্চ ২০২৪ হতে ০৪ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত Mid-term Review (MTR) মিশন-এ পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে মন্তব্য করা হয়। ১৯ মার্চ ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে kick-off meeting অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, বিশ্বব্যাংক-এর RAISE টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান এবং বিশ্বব্যাংক ও RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

RAISE
ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ
নিউজলেটার

ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

সুমি আক্তারের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার গল্প

২০০৯ সালে মোছাঃ সুমি আক্তার (৩৫)-এর হ্যান্ডিক্র্যাফটস (কুশি কাটার কাজ) উদ্যোগের যাত্রা শুরু। তিনি অনলাইনে অর্ডার নিয়ে বিভিন্ন আইটেম বানিয়ে বিক্রি করতেন। প্রমে তিনি একাই কুশির বিভিন্ন আইটেম তৈরি করতেন এবং পাশাপাশি প্রতিবেশী কয়েকজন নারীকেও এ কাজ শেখাতেন। এরপর তারাও সুমির কাছ থেকে অর্ডারভিত্তিক কাজ নিয়ে পণ্য তৈরি করতেন। ধীরে ধীরে সুমির উদ্যোগের পরিসর বাড়তে থাকে।

সুমি আক্তার অনলাইনে অর্ডার নেয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বায়িং হাউজের মাধ্যমেও কাজের অর্ডার পেতে শুরু করেন এবং সে অনুযায়ী পণ্য ডিজাইন ও উৎপাদন করতে থাকেন। তিনি প্রকল্পের 'তরুণ উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি' সাব-কম্পোনেন্টের আওতায় সহযোগী সংস্থা সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র থেকে ৮০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার উদ্যোগে ২৫-৩০ রকমের আইটেম তৈরি হয় এবং তার তত্ত্বাবধানে প্রায় ৪০ জন নারী অর্ডারভিত্তিক কাজ করছেন। সুমি আক্তারের মাসিক আয় প্রায় এক লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় তিনি 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে কর্মী ব্যবস্থাপনা, তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ, আয়-ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

সুমি আক্তার তার উদ্যোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে আরো বেশি সংখ্যক নারীর কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখেন।

মনিরের উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার গল্প

বাবার অসুস্থতার কারণে বড় ছেলে হিসেবে মনির হোসেন (২৩)-এর পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়। বাবার কেটারিং ব্যাবসা থেকে মনিরের যা আয় হতো তা বাবার চিকিৎসার পিছনেই খরচ হয়ে যেত। পাশাপাশি ছোটো দুই বোনের লেখাপড়ার ও সংসারের খরচ যোগান দিতে গিয়ে ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েন মনির। তিনি ব্যাবসার পাশাপাশি চাকরির সুযোগও খুঁজতে থাকেন কিন্তু কারিগরি দক্ষতার অভাবে কোনো সুযোগ পাননি।

এ সময় তিনি গণ কল্যাণ সংস্থা (জিকেটি)-এর উদ্যোগে এলাকায় মাইকিং-এর মাধ্যমে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন। জিকেটি-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে মনির শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় দক্ষ ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে 'ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন ও মেইনটেন্যান্স' ট্রেডে ৬ মাসের কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ' সম্পন্ন করেন।

শিক্ষানবিশ হিসেবে মনির তার ওস্তাদের সাথে এলাকার বিভিন্ন নব নির্মিত ভবনে সকল ইলেকট্রিক্যাল কাজ করতে সক্ষম হন যা তাকে উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার আত্মবিশ্বাস দেয়। শিক্ষানবিশি ভাতা ও স্থানীয় এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে মানিকগঞ্জের টরা বাজারে মনির তার উদ্যোগ 'বিসমিল্লাহ ইলেকট্রিক' শুরু করেন যেখানে ৫-৬ জন তরুণের কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমানে মানিকগঞ্জের বিভিন্ন বহুতল ভবনে ইলেকট্রিক্যালের কাজ করে মাসে ১২-১৪ হাজার টাকা আয় করছেন। মনিরের স্বপ্ন, তার উদ্যোগ বড় করার মাধ্যমে আরো তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

উপদেশক
মোঃ ফজলুল কাদের

সম্পাদনা পর্ষদ
দিলীপ কুমার চক্রবর্তী
গোলাম জিলানী
এস এম খালেদ মাহফুজ

কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট
শেহরীণ সাবা

ফিচার প্রবন্ধ
মোঃ দেওয়ান জিন্নাহ

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র ও সার্বিক সহযোগিতা
RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, পিকেএসএফ
RAISE প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট, সহযোগী সংস্থা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
www.pksf.org.bd | pksf@pksf.org.bd | RAISE প্রকল্প | pksf.raise@gmail.com